দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহের শিক্ষক সংকট

বাংলাদেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যা বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে শিক্ষক সংকটই প্রধান। সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ, দেশের ১৭টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ৩৭ শতাংশ শিক্ষকের পদই শূন্য। এইসব কলেজে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদ রহিয়াছে সাড়ে চার হাজার। তন্মধ্যে খালি পড়িয়া রহিয়াছে এক হাজার ৬৬৫টি পদ। শূন্য পদের বিপরীতে কোন বাজেট ঘাটতি নাই। কিন্তু সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নানা জটিলতা ও কালক্ষেপণের কারণে সৃষ্টি হইয়াছে হতাশাজনক চিত্র। ইহার জন্য খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও বিপাকে পড়িয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে চিকিৎসা শিক্ষাদান কার্যক্রম যে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষক সংকটের আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হইল—অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নিয়মিত অধ্যক্ষ নাই। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের কথা ভিন্ন। এমনকি রাজধানীর বাহিরে অবস্থিত চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট মেডিক্যাল কলেজে রহিয়াছেন নিয়মিত অধ্যক্ষ। কিন্তু বাদবাকি ১১টি মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা খুবই নাজুক। সেখানে 'চলতি দায়িত্ব' পাইয়া কেহ অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করিয়া আছেন, কেহবা আবার 'ভারপ্রাপ্ত' উপাধি নিয়া বা 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' পাইয়া অধ্যক্ষের কর্তব্য পালন করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধ্যাপকের সংকট। যেমন কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের চারটি বিভাগে একজনও অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক নাই। কোথাও নাই পর্যাপ্ত অধ্যাপক। দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রমোশন না থাকায় এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাছাড়া ঢাকার অধ্যাপকদের সহজে ঢাকার বাহিরে বদলি করা যাইতেছে না। ঢাকা শহরে বিভিন্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের আধিক্যে পার্টটাইম জবের সুযোগ ও প্রাইভেট প্র্যাকটিসের দ্বার উন্মোচিত হওয়ায় তাহাদের কেহ কেহ সরকারি চাকরি হইতে ইস্তফা দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত আছেন। ইতিমধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। তাই বিভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া সাবলীল ও গতিশীল করাই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান সরকার পিএসসির ন্যায় জনসম্পৃক্ত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সরকারের ২৯টি ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে একমাত্র স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য পিএসসির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালার যথার্থতা নিয়াও প্রশ্ন রহিয়াছে। এই অবস্থার নিরসনকল্পে পৃথক কোন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের উপর চিকিৎসকদের পদোন্নতির ভার ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শুধু সরকারি নহে, অনেক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজেও শিক্ষক সংকট প্রকট। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আবার ফুলটাইম শিক্ষকের বদলে পার্টটাইম বা গেস্ট স্পিকার শিক্ষক দিয়া কাজ চালানো হইতেছে। এইভাবে জোড়াতালি দিয়া সরকারি বা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ চলিতে পারে না।

মেডিক্যাল শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে মানসম্মত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের কোন বিকল্প নাই। শিক্ষক সংকটের কারণে মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস সম্পন্ন করিতে না পারায় অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে। পরীক্ষার ফলাফলে বিলম্ব হওয়ায় প্রতি বৎসর সরকারি হাসপাতালগুলিতে ইন্টার্নি ডাক্তারদের সংকট লাগিয়াই আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা মেডিক্যালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়া পড়িতেছেন এবং ভবিষ্যতে ভাল ডাক্তার হইয়া গড়িয়া উঠিবার ক্ষেত্রে তাহাদের দুর্বলতা থাকিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও নানা দৈন্যতা দেখা দিতেছে। আমরা মনে করি প্রশাসনিক ও শিক্ষকদের শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিকে প্রাণবন্ত করিতে হইবে। অল্পসংখ্যক শিক্ষক দিয়া বিপুল সংখ্যক ক্লাস নেওয়ায় কোর্স সম্পন্ন করিতে দীর্ঘ সময় লাগিতেছে। ফলে দেখা দিতেছে সেশনজট। এই সব সার্বিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।